শব্দার্থ ও টীকা

5

প্রশ্ন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

5.1 প্রস্তাবনা

অনেকের বিশ্বাস এই পৃথিবী ভগবানের সৃষ্টি। সুতরাং এই পৃথিবী ও তার জীবজগতের কল্যাণ কামনাই তিনি করবেন—এটাই স্বাভাবিক। এখানকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ নানা অসাধু পথে গ্রাস করে শক্তিমান হচ্ছে। আর বাকিরা হতদরিদ্র বঞ্চিত জীবনযাপন করছে। পৃথিবীর পরিবেশ আজ হিংসা ও বিদ্বেষে দূষিত ; মানবসমাজও নানা সংকীর্ণ ভাগে বিভক্ত। শান্ত পৃথিবী আজ অশান্ত ও বিপন্ন। এই অবস্থা কখনই স্রষ্টার কাম্য নয়। তাই এই কবিতায় কবি ভগবানকে প্রশ্ন করেছেন। আর এই প্রশ্নের মধ্য দিয়েই মানবসমাজের আসল চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং একই সঙ্গে প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া গিয়েছে। পরের মুখের গ্রাস যারা কাড়ে তারাই শুভশক্তির বিরোধী, তারাই সর্বনাশা শক্তি। ভগবান এই সর্বনাশা শক্তির প্রতি বিমুখ ও বিরূপ। যারা তাঁর সৃষ্টিকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাদের প্রতি তিনি স্বাভাবিকভাবেই রুষ্ট। প্রশ্নের মাধ্যমেই কবি অপরাধীদের ও তাদের অপকর্মকে চিনিয়ে দিয়েছেন এবং তারা যে ভগবানের অর্থাৎ পৃথিবীর মঙ্গলকামী শক্তির কোনো প্রশ্রয় পাবে না তা দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। কবি এইভাবে মানুষের শুভশক্তি ও অশুভশক্তিকে চিনিয়ে দিয়ে এক হিংসা-দ্বেষমুক্ত সুস্থ সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

অসাধু = অসৎ।
গ্রাস = দখল।
দ্বেষ = শত্রুতা।

5.2 উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করে আপনি—

- বর্তমান সমাজকে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।
- এই পৃথিবীতে কারা এবং কেন মনীষীদের উপদেশ অমান্য করছে তা ধরতে পারবেন।
- দুর্বলেরা যে সবলদের লোভ ও হিংসার জন্য ন্যায় বিচার পাচ্ছেন না তা উপলব্ধি করতে পারবেন।
- দুর্বলের প্রতি এক মানবিক মমত্ববোধে উদ্দীপ্ত হবেন।
- মানবসমাজে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃত পথের হদিস পাবেন।

উদ্দীপ্ত = উত্তেজিত।
হদিস = খোঁজ, সন্ধান।

5.3 মূল পাঠ

(1)

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে॥

শব্দার্থ ও টীকা

দূত = প্রতিনিধি যা যে সংযোগ রক্ষা করে।
দয়াহীন সংসারে = নিষ্ঠুর সংসারে।
শক্তের = শক্তিশালীর।
বরণীয় = বরণযোগ্য।
স্মরণীয় = স্মরণযোগ্য।
ব্যর্থ = বিফল।
ব্যর্থ নমস্কারে = মনীষীদের মানুষকে ভালোবাসা ও অন্তর থেকে হিংসা দূর করার উপদেশ ধনীরা প্রত্যাখ্যান করছে।

(2)

আমি যে দেখেছি, গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি, প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু, তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥

নিঃসহায়ে = অসহায়কে।
প্রতিকার = প্রতিবিধান।
শক্ত = শক্তিমান।
তরুণ বালক = কিশোর। কবি এখানে এক তরুণ বালকের যন্ত্রণাকাতর ছবি তুলে ধরেছেন।

(3)

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে ;
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষম করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

রুদ্ধ = বাধাপ্রাপ্ত।
কারা = কারাগার।
অমাবস্যা = কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি, এখানে অন্ধকার।
দুঃস্বপ্ন = অশুভ ঘটনার স্বপ্ন।
লুপ্ত = আচ্ছন্ন।
লুপ্ত.....তলে = কবির চিন্তাকে দুশ্চিন্তায় ভরিয়ে তোলে।
বিষাইছে = বিষাক্ত করছে।

শব্দার্থ ও টীকা

5.4 বিষয়ের রূপরেখা

[ভগবান, ... ব্যর্থ নমস্কারে]

5.4.1 গদ্যরূপ :

ভগবান যুগে যুগে বারে বারে তুমি দয়াহীন সংসারে দূত পাঠিয়েছ। তাঁরা সবাইকে ক্ষমা করতে ও অন্তর থেকে সমস্ত বিদ্বেষ দূর করতে বলেন। তাঁরা বরণীয় ও স্মরণীয়, তবুও বাহির-দ্বারে আজ দুর্দিনে তাঁদের ব্যর্থ নমস্কারে ফিরানো হল।

5.4.2 বক্তব্যসার :

কবি রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবীর স্রষ্টার ভূমিকায় এক অদৃশ্য শুভ শক্তির কল্পনা করেছেন। স্রষ্টার কাছে সব মানুষই সমান হবে এটাই প্রত্যাশিত। অথচ সেই শুভশক্তিকে অমান্য করে সবল মানুষেরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করছে ; তাদের প্রাপ্য অধিকার ও সম্পদ কেড়ে নিচ্ছে। যুগে যুগে অনেক মনীষী এই পৃথিবীতে এসে মানুষদের হিংসা ও বিদ্বেষ ভুলে ক্ষমা ও ভালোবাসার শুভপথে চলতে বলেছেন। কবি এই মনীষীদেরই ভগবানের প্রেরিত প্রতিনিধি বা দূত বলেছেন। কিন্তু তাঁদের সেই শিক্ষা স্বার্থপর লোভীরা গ্রহণ করেনি। শুধু লোক-দেখানো সম্মানটুকু জানিয়ে তাদের বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। একদল মানুষের এই হৃদয়হীন আচরণ কবিকে ব্যথিত করেছে ; কবির চোখে এই সংসার দয়াহীন বলে মনে হয়েছে।

পাঠগত প্রশ্ন 5.1

১. **ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ**

(ক) বরণীয় কারা ?

(অ) ভগবান (আ) কবি (ই) ভগবানের দূতেরা।

(খ) তারা কাদের ক্ষমা করতে ও ভালোবাসতে বলেছেন ?

(অ) সবলদের (আ) দুর্বলদের (ই) সব মানুষকে।

২. (ক) কারা কেমনভাবে বরণীয় ও স্মরণীয়দের নির্দেশে সাড়া দিয়েছিল ?

(খ) সংসারকে দয়াহীন বলা হয়েছে কেন ?

[আমি যে ..... মাথা কুটে]

5.4.3 গদ্যরূপ :

কপট রাত্রি ছায়ায় গোপন হিংসা নিঃসহায়কে আঘাত করতে দেখেছি। আমি দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। আমি দেখেছি তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছোটে এবং কী যন্ত্রণায় পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে মরেছে।

5.4.4 বক্তব্যসার :

সমাজে অত্যাচার, বঞ্চনা, কপটতা ইত্যাদি অসামাজিক কাজকে অন্ধকার জগতের কাজ বলেই মনে

শব্দার্থ ও টীকা

অসহনীয় = অসহ্য

করা হয়। দুর্বলদের ওপর সবলেরা প্রতিনিয়ত এই অন্ধকার জগতের জঘন্য অপরাধমূলক আক্রমণ করে চলেছে। তারা বিচারব্যবস্থাকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করে নিজেদের পক্ষে এনে শাস্তি এড়িয়ে যাচ্ছে। শক্তিমানদের দাপটে দুর্বলেরা কোনোদিনই সুবিচার পাচ্ছে না এবং অন্যায়ের প্রতিকার না পেয়ে এক অসহনীয় জীবন যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কবি এক স্বপ্নভঙ্গ উন্মাদ তরুণের পাথরে মাথা কোটার ছবি এঁকে সমাজের অসহায় মানুষের জীবন যন্ত্রণাকে তুলে ধরেছেন।

5.4.5 মন্তব্য :

'গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে'— শক্তিমান ইংরেজ প্রভুদের নির্দেশে ১৯৩১ সালে হিজলি জেলে প্রহরীরা যে নিরীহ বন্দিদের ওপর রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে ২ জনকে খুন ও ২০ জনকে আহত করে, পংক্তিটি তার কথাই স্মরণ করায়।

পাঠগত প্রশ্ন 5.2

১. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

(ক) 'কপট রাত্রি ছায়ে'—কাকে আঘাত করা হয়েছে?

(অ) তরুণ বালককে (আ) কবিকে (ই) নিঃসহায়কে।

(খ) কে উন্মাদ বালককে যন্ত্রণায় ছুটতে দেখেছেন?

(অ) ভগবানের দূত (আ) ভগবান (ই) কবি।

২. একটি বাক্যে উত্তর দিন :

(ক) শক্তের অপরাধের কোনো প্রতিকার হয় না কেন?

(খ) তরুণ বালকের নিষ্ফল মাথাকুটার দৃশ্য দিয়ে কাদের জীবন যন্ত্রণার ছবি আঁকা হয়েছে?

[কণ্ঠ .... ভালো?]

5.4.6 গদ্যরূপ :

আজ আমার কণ্ঠ রুদ্ধ। বাঁশি সংগীতহারা; অমাবস্যার কারা আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে লুপ্ত করেছে ; তাইতো তোমায় অশ্রুজলে জিজ্ঞেস করি যারা তোমার বায়ু বিষাচ্ছে, তোমার আলো নিভাচ্ছে তুমি কি তাদের ক্ষমা করেছ ও ভালোবেসেছ?

5.4.7 বক্তব্যসার :

দুর্বলের প্রতি অসীম মমতায় কবি ভাষা হারিয়েছেন। কবির বাঁশি থেমে গেছে। দুর্বলদের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় কবি উদ্বিগ্ন। কবির মন তাই অস্থির দুশ্চিন্তায় ঢাকা পড়েছে। তাই তিনি স্রষ্টাকে জানিয়েছেন যে যারা লোভ-লালসার বশে শুভপথ থেকে সরে যাচ্ছে তারাই মানবসমাজের ভবিষ্যতকে কালো অন্ধকারে ঢেকে দিচ্ছে, মানবসমাজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করছে। মানুষের চেতনার আলো নিভিয়ে দিয়ে পরিবেশকে দূষিত করে কবি এক ভয়ংকর বিপন্নতার দিন আপনাদের কাছে তুলে ধরেছেন।

সহমর্মিতা = সমান মনোভাব।

বিপন্ন = বিপদগ্রস্ত।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন 5.3

১. **ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ**

(ক) কার কণ্ঠ রুদ্ধ?

(অ) ভগবানের (আ) কবির (ই) বালকের।

(খ) কারা তোমার বায়ু বিষাচ্ছে?

(অ) কিছু মানুষ (আ) তরুণ বালক (ই) লোভী স্বার্থপররা।

২. প্রশ্নকালে কবির চোখে জল কেন?

টীকা : সেপ্টেম্বর ১৯৩১ হিজলির বন্দিনিবাসে কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে রাজবন্দিদের সঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষের বিরোধ হয়। রাতের অন্ধকারে জেলের প্রহরীরা বন্দিদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দি তারকেশ্বর সেন ও সন্তোষ মিত্রকে খুন করে এবং ২০ জনকে আহত করে।

বন্দিদের ওপর এই অমানবিক আক্রমণের প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মনুমেন্টের নীচে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসুস্থ শরীর নিয়েও সভাপতিত্ব করেন ও এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাষণ দেন। এরপর জানুয়ারি ১৯৩২ হিজলি জেলে বন্দিরা রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করেন ও কবিকে এক অভিনন্দন বার্তা পাঠান। তাতে লেখেন—ধন্ধবিমূঢ় 'অবমানিতের মর্মবেদনাকে ভাষা দান করিয়াছ তুমি'। ২২শে জানুয়ারি '৩২ কবি তার উত্তর দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথ 'প্রশ্ন' কবিতাটি রচনা করেন। 'গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে'—পংক্তিটি হিজলি জেলে বন্দীদের ওপর নারকীয় আক্রমণকেই স্মরণ করায়।

5.5 আপনি যা শিখলেন

1. মানবসমাজের দুর্বল অংশকে ভালবাসতে।
2. দুর্বলদের ন্যায়বিচার দেওয়ার মত অবস্থা ও পরিস্থিতি রচনা করাই হল ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের প্রকৃত পথ।
3. সমাজ থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না করা হলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

5.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. কবির ব্যথিত হবার কারণ পাঁচটি বাক্যে উত্তর করুন।
2. রাতের অন্ধকারে অসহায় মানুষকে আক্রমণের যে ঘটনা কবির সময়ে ঘটেছিল তা দশটি বাক্যের মধ্যে লিখুন।
3. শত্রুর অপরাধের বিরুদ্ধে কেন প্রতিকার পাওয়া যায় না তা পাঁচটি বাক্যে উত্তর দিন।

শব্দার্থ ও টীকা

5.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

5.1

১. (ক) ই

(খ) ই

২. (ক) লোকদেখানো সম্মান জানিয়ে বিদায়।

(খ) এই পৃথিবীর শুভশক্তিকে অমান্য করে দুর্বলদের উপর অত্যাচার।

5.2

১. (ক) ই

(খ) ই

২. (ক) সবলদের দাপটে বিচারব্যবস্থা প্রভাবিত।

(খ) মানবসমাজের দুর্বল অংশের।

5.3

১. (ক) আ

২. (খ) ই

৩. (ক) দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার। দুর্বলের প্রতি মমতা।

(খ) অপরাধীরা পৃথিবীর মঙ্গলকামী শক্তির বিরুদ্ধে ; তারা চিহ্নিত। তাদের বিচ্ছিন্ন করেই উত্তরণের পথ মিলবে।

কবি পরিচিতি

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের ৭ই মে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে তুলে ধরেন। ১৯১৩ সালে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

১৯৪১ সালের ৩১শে জুলাই কবি প্রয়াত হন।

'**প্রশ্ন**' কবিতাটি কবির '**পরিশেষ**' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

সমধর্মী রচনা

রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' ও 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থের ১৮নং কবিতা। (নাগিনীরা.....)